"নিকেতন সোসাইটি" এর নির্বাহী কমিটির নির্বাচন ২০২৫-২০২৭

স্মারকঃ নিসো/নির্বাচন কমিশন ২০২৫-২০২৭/২৬/২০২৫। তারিখ: ০৭/১০/২০২৫ খ্রি:

নির্বাচনী আচরণবিধি

১. এই আচরণবিধি **"নিকেতন সোসাইটির নির্বাহী কমিটির নির্বাচন ২০২৫-২০২৭"** নামে অভিহিত হইবে।

২. নিকেতন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ২৫ সদস্যের নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে সুনির্দিষ্ট কোন পদের উল্লেখ না করে কেবলমাত্র নির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আগ্রহী প্রার্থীগণকে আবেদন করতে হবে।

৩. "নিকেতন সোসাইটির নির্বাহী কমিটির নির্বাচন ২০২৫-২০২৭" মেয়াদের জন্য আগামী ০৭/১১/২০২৫ খ্রিঃ রোজ শুক্রবার, জহুরুল ইসলাম মেমোরিয়াল কমপ্লেক্স, প্লট-১৫২, রোড-৪, ব্লক-এ, নিকেতন গুলশান- ০১, ঢাকা-১২১২ অনুষ্ঠিত হবে এবং সকাল ০৮.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ০৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে। তবে দুপুর ১.০০ থেকে ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত জুম্মার নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য ভোটগ্রহন বিরতি থাকবে। **বিরতির সময় নির্বাচন কক্ষ তালাবদ্ধ করে সীলগালা করে চাবি নির্বাচন কমিশনের নিকট রাখবেন এবং নির্বাচন কক্ষের সামনে দায়িত্বরত পুলিশ ও সোসাইটির সিকিউরিটি নিরাপত্তা দিবেন**। বিকাল ৪.৩০ ঘটিকার মধ্যে যে সকল ভোটার ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে সারিবদ্ধ অবস্থান করবেন তাদেরকে ভোট দেয়ার সুযোগ দেয়া হবে।

৪. "নিকেতন সোসাইটির নির্বাহী কমিটির ২০২৫-২০২৭" এ সমিতির সর্বশেষ অনুমোদিত গঠনতন্ত্র মেনে চলতে হবে। তবে এ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতা, মতদ্বৈধতা থাকলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আইন ও দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন নিস্পন্ন করবেন।

৫. নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় কেউ কোন অশোভনীয় আচরণ করতে পারবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করা যাবে না। যদি কোন অভিযোগ পাওয়া যায় তাহলে নির্বাচন কমিশন বিধি মোতবেক ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

৬. নিকেতন সোসাইটির ভাবমূর্তি যাতে নষ্ট না হয় এবং শৃংখলা বজায় থাকে সে ব্যাপারে সকল প্রার্থী তথা সকল সম্মানিত সদস্যকে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রার্থীকে অবশ্যই নিয়ম-শৃংখলা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. ভোটার ও নির্বাচন কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতিত বহিরাগত কোন লোককে নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

৮. ভোট কেন্দ্রের মূল ভবনের সম্মুখে নিকেতন সেন্ট্রাল মসজিদের গেট হতে ১০ (দশ) গজের মধ্যে কোন নির্বাচনী ক্যাম্প করা যাবে না।

৯. সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে এবং জেআইএমসি ভবনের ভিতরে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট প্যানেলের সভায় প্রচারপত্র বিলি করা যাবে। প্রচারণাকালে অন্য কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য পরিহার করতে হবে।

১০. নিকেতন সোসাইটির আজীবন সদস্যদের মধ্য থেকে প্রতিটি প্যানেল ০৩ (তিন) জন করে প্রতিনিধি বা পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। যার তালিকা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ০২ (দুই) দিন পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার বরাবর দাখিল করতে হবে। এজেন্টের নাম অসুস্থ/ যৌক্তিক কারণ ব্যতিত কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাবে না। আপত্তিকর/অশোভনীয় আচরণের দায়ে প্রিজাইডিং অফিসার যে কোন এজেন্টকে বহিষ্কার করতে পারবেন। এজেন্টগণ কোন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস, মোবাইল, আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারবেন না।

১১. ভোট কেন্দ্রের বাহিরে প্রার্থীগণ ক্রমিক নম্বর মোতাবেক সুশৃঙ্খলভাবে ভোটারদের ভোট প্রয়োগের ব্যাপারে সহায়তা করতে পারবেন। কিন্তু ভোট কেন্দ্রের ভিতরে কোনো পরামর্শ বা সহযোগিতা করতে পারবে না।

১২. ভোট কেন্দ্রে জেআইএমসি ভবনের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে (যা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে) সুষ্ঠু আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন পর্যায়ের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন থাকবে। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কমিটি দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১৩. উল্লেখ্য যে, নির্বাচন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও থানা সমাজকল্যাণ দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কমিটি দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১৪. ভোট গণনা প্রক্রিয়া যাতে সকল সদস্য ও মিডিয়া নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সে ক্ষেত্রে দু'টো প্রজেক্টর ব্যবহৃত হবে। একটি ভোট কেন্দ্রের ভিতরে অন্যটি জেআইএমসি ভবনের প্রবেশ পথের সামনে স্থাপন করা হবে। উক্ত বুথ পরিচালনার জন্য ছয় জন পোলিং অফিসার ও একজন প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োজিত থাকবে।

১৫. ছবিযুক্ত ভোটার লিস্টের ক্রমিক নম্বর যাচাই বাছাই করে প্রত্যেক ভোটার পোলিং এজেন্ট এবং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভোট দিতে পারবেন।

১৬. ভোট গ্রহণ শেষে এবং গণনার পূর্বে কালবিলম্ব না করে সাথে সাথে প্রতিটি ব্যালটের উপরে একটি করে ক্রমিক নম্বর বসাতে হবে।

১৭. জেআইএমসি ভবনস্থ কনভেনশন হল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্যানেল ভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা হবে। একই তারিখে একাধিক প্যানেল/স্বতন্ত্র প্রার্থী হল বরাদ্দের জন্য আবেদন করলে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক লটারীর মাধ্যমে উহা বরাদ্দ করবেন। উক্ত কনভেনশন হল নির্বাচনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে ০৪/১১/২০২৫ ইং তারিখ রাত ১২ ঘটিকা পর্যন্ত বরাদ্দ রাখা হবে। নির্বাচনী প্রচারণার জন্য নির্ধারিত অডিটরিয়াম প্রত্যেক প্যানেল সমান সংখ্যক বার ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।

১৮. নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত দিনের পূর্বদিন সন্ধ্যা ৬.০০টা থেকে নির্বাচনের পরের দিন সকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত জেআইএমসি ভবনস্থ সকল দোকানপাট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। নির্বাহী কমিটি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নির্বাচন কমিশনকে দাপ্তরিক সহায়তা প্রদান করবেন।

১৯. নিকেতন সোসাইটির নির্বাহী কমিটির নির্বাচন ২০২৫-২০২৭ এর নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আগামী ০৫/১১/২০২৫ খ্রি: তারিখ রাত ১২.০০ টা থেকে নির্বাচনী প্রচারণা, সমাবেশ, আলোচনা ও ভোট চাওয়া, ই-মেইল, মোবাইলের মাধ্যমে ক্ষুদেবার্তা, সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারনাসহ সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচার কাজ বন্ধ থাকবে।

২০. ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারকে অবশ্যই স্বশরীরে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। কোনক্রমেই ডিজিটাল সিস্টেমে অনলাইনে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট প্রদান করা যাবে না।

২১. ভোট গণনার কার্যক্রম ব্যাহত না করে জাতীয় প্রচার মাধ্যম (সাংবাদিক) পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

২২. নির্বাচন চলাকালীন সময়ে নিকেতন সোসাইটির অনুকূলে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারিসহ সকল প্রকার লজিস্টিক নির্বাচন কমিশন ব্যবহার করতে পারবেন।

২৩. নির্বাচন শেষে ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণার পূর্বে নির্বাচন কাজে/দায়িত্বে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী কেউ জেএআইএমসি ভবন ত্যাগ করতে পারবে না।

২৪. কোন প্রার্থী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিতে চাইলে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে সোসাইটির হিসাব শাখায় নগদ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জমা করতে হবে যা অফেরৎযোগ্য।

২৫. নিকেতন সোসাইটির যে সকল আজীবন সদস্য স্থায়ীভাবে বসবাস করেন না এবং ন্যূনতম ১ (এক) বছর আজীবন সদস্য হিসেবে মেয়াদ পূর্ণ হয়নি এমন কোন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

২৬. একজন ভোটার সর্বমোট ২৫ (পঁচিশ) টি পদের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) টি ভোট প্রদান করতে পারবেন। ২৫ (পঁচিশ) টি এর অধিক ভোট কোন ব্যালট পেপারে দেখা গেলে ব্যালট পেপারটি বাতিল বলে গণ্য হবে। ২৫ (পঁচিশ) টির কম হলে ব্যালেট বাতিল হবে না।

২৭. ভোটার ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি ভোট প্রয়োগ করতে পারবেন না। প্রত্যেক ভোটারকে অবশ্যই ভোটার স্লিপ আনতে হবে।

২৮. কোন ভোটার ভোট কেন্দ্রে মোবাইল ফোন, ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস, ক্যামেরা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না।

২৯. ব্যালট পেপার ইস্যু করার সময় কোন ব্যালট পেপার ছিড়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে ব্যালট পেপারটি নির্বাচন কমিশন স্বাক্ষর করে বাতিল করবেন এবং ভোটারকে নতুন ব্যালট পেপার ইস্যু করবেন।

৩০. একজন ভোটারকে একের অধিক ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হবে না।

৩১. শুধুমাত্র টিক (√) চিহ্ন দিয়ে ভোট প্রদান করতে হবে এবং ব্যালট পেপার ভাঁজ করে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ঢুকাতে হবে।

৩২. ভোট গ্রহণ চলাকালীন সময়ে কোন প্রার্থী/প্যানেল প্রধান ভোট প্রদান ব্যতিত ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না।

৩৩. ভোটারকে ব্যালট পেপার সরবরাহের সাথে সাথে অমোচনীয় কালি ভোটারের বৃদ্ধাঙ্গুলে লাগাতে হবে।

৩৪. নির্বাচনের দিন নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ফলাফল ঘোষণার সময় পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানস্থল/নির্বাচন আওতাভূক্ত এলাকায় কেউ লাঠিসোটা, বিস্ফোরকদ্রব্য বা আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারবে না। শৃংখলা ভঙ্গের আশংকা হয়, এমন আচরন ও কথাবার্তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে ।

৩৫. ভোট চলাকালীন সময়ে অনভিপ্রেত বা অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা ঘটলে সকল প্রার্থী সমন্বিতভাবে তা তাৎক্ষনিকভাবে মিমাংসা করতে বাধ্য থাকবেন।

৩৬. ভোট গণনার সময় নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রতি প্যানেল প্রার্থী থেকে ০৩ (তিন) জন পোলিং এজেন্টসহ সর্বোচ্চ ০৪ (চার) জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবে। ফলাফল ঘোষনা হওয়ার পূর্বে কেউ বাহিরে যেতে পারবে না এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে না ।

৩৭. নির্বাচনের বেসরকারী ফলাফল প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গণনার শেষে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রেই ঘোষণা করবেন।

৩৮. কোন প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট পেলে উভয় প্রার্থীর উপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

৩৯. প্রার্থীগণ নির্বাচনী ব্যয় যথাসাধ্য সীমিত রাখতে হবে।

৪০. প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোট গণনা শেষে ঘোষিত ফলাফল সকল প্যানেল/সকল প্রার্থীগণকে মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

৪১. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মনোনীত বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত পর্যবেক্ষক ব্যতিত অন্য কোন পর্যবেক্ষক নির্বাচনকালীন সময়ে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না।

৪২. প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং কেউ অসদাচরণ বা আইন-শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটালে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪৩. নির্বাচনস্থলে কোন মাইকিং/গনজমায়েত/সমাবেশ/মিছিল-মিটিং/মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা করা যাবে না। নির্বাচন সুষ্ঠু করার স্বার্থে নির্বাচনের দিন আইনশৃংখলা বাহিনীর সহায়তায় সোসাইটির ৩ ও ৪ নং গেইট বন্ধ থাকবে।

৪৪. নির্বাচন কার্যে সকল প্রার্থী নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৪৫. নির্বাচনী প্রচারনায় সকল প্যানেলের ব্যবহৃত ব্যানার সর্ব্বোচ্চ ১০ ফুট বাই ১৫ ফুট হবে এবং প্রত্যেক প্যানেল মোট ১০ টির বেশি ব্যবহার করতে পারেবেন না। প্রচারনার ব্যানার বা পোষ্টার বা যেকোন ধরনের প্রচারপত্র সাদা কালো হতে হবে। কোনোভাবেই রঙ্গিন প্রচারপত্র/পোষ্টার/ ব্যানার গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪৬. শারীরিক অসুস্থ কোন ভোটার ভোট কেন্দ্রে এসে তার অভিপ্রায় অনুযায়ী স্বামী/স্ত্রী/ছেলে/মেয়ে/নিকট আত্মীয়কে নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে সহযোগী হিসেবে নিতে পারবেন।

৪৭. নির্বাচনী প্রচারণায় নমুনা ব্যালট ব্যবহার করা যাবে না।

৪৮. নির্বাচনী ক্যাম্প ০৬/১৬ ফুট করে প্রত্যেক প্যানেল ০২ টি করে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করতে পারবে।

৪৯. প্যানেলের পক্ষ হতে একজন প্রাধিকার প্রাপ্ত প্রতিনিধি (প্যানেল প্রধানের স্বাক্ষরিত প্রাধিকার পত্র) এসে প্যানেলের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনোনয়নপত্র ক্রয় করতে পারবেন। প্যানেলভুক্ত হয়ে প্রার্থী হতে চাইলে প্রার্থীর ব্যক্তিগত লিখিত সম্মতিপত্র নিয়ে মনোনয়নপত্র ক্রয় করতে হবে।

৫০. প্যানেলভুক্ত কেউ প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে চাইলে প্যানেল প্রধানের সমর্থন/সিদ্ধান্তক্রমে প্রত্যাহার করতে পারবেন। স্বতন্ত্রভাবে কেউ মনোনয়নপত্র ক্রয় করে পরে ইচ্ছা করলে প্যানেলভুক্ত হতে পারবেন।

৫১. ভোট শেষে ম্যানুয়ালি ভোট গণনা করে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

৫২. উপরে বর্ণিত আচরণবিধির বাইরে নির্বাচনের স্বার্থে নতুন কোন আচরণবিধি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যদি প্রণয়ন করেন তা এই আচরণবিধির অংশ বলে গণ্য হবে।

৫৩. এই আচরণবিধি ভবিষ্যতে নতুন করে আচরণবিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ বা কার্যকর থাকবে।

৫৪. নির্বাচন কমিশন গঠনতন্ত্রের ২২(৯) ধারা মোতাবেক পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্বাচনের সকল প্রকার কার্যক্রম স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

৫৫. নির্বাচন কমিশনার প্রয়োজন বোধে নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন আদেশ বা নিয়মাবলী জারী করতে পারবেন যা সকল প্রার্থী ও ভোটারকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

৫৬. **নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।** এ ব্যাপারে কারো কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫৭. এই আচরণবিধি দ্বারা গত ২৬/১০/২০২৩ইং তারিখে প্রণীত ও জারীকৃত আচরণবিধি বাতিল করা হলো।

৫৮. আচরণবিধিতে উল্লেখ নেই এমন কোন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

07/10/25	07/10/2025	M.S. Zaman 07.10.2025
মোঃ হেলাল উদ্দীন তরফদার	**মোঃ আবদুল ওয়াদুদ**	**মোঃ শরাফত জামান**
নির্বাচন কমিশনার	নির্বাচন কমিশনার	প্রধান নির্বাচন কমিশনার

অনুলিপিঃ

১। সম্মানিত আজীবন সদস্য (সকল), নিকেতন সোসাইটি।
২। চেয়ারম্যান, আপিল বোর্ড, নিকেতন সোসাইটি, নির্বাচন কমিশন ২০২৫-২০২৭।
৩। সদস্য ১ ও ২, আপিল বোর্ড, নিকেতন সোসাইটি, নির্বাচন কমিশন ২০২৫-২০২৭।
৪। প্যানেল প্রধানগণ, নিকেতন সোসাইটি, নির্বাহী কমিটির নির্বাচন ২০২৫-২০২৭।
৪। উপ পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।
৫। সমাজসেবা অফিসার, শহর সমাজসেবা কার্যালয়-৪, ১৭২, উত্তর বাসাবো, ঢাকা।
৬। নোটিশ বোর্ড।
৭। অফিস কপি।